শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়

আশীষ বাবলু

গত বছর বিশ্বকাপ ক্রিকেট যখন হয়েছিল তখন ম্যান অফ দ্যা সিরিজ পাবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কিন্তু তাকে দেয়া হয়নি।

আপনি বলবেন রবিঠাকুর কখনো ক্রিকেট খেলেছিলেন এমন তথ্যতো আমাদের জানা নেই। কলমের বদলে হাতে ব্যাট নিয়ে উইকেটের সামনে সুদর্শন, ধবধবে দাড়ি মুখে মানুষটি দাড়িয়ে, এমন দৃশ্য বাঙ্গালী কখনো কল্পনা করেনি।

একটু পেছনে ফিরে তাকান, ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচটি। সেদিন মাঠে যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়েছিল- ভারতের 'জনগণ-মন অধিনায়ক' আর বাংলাদেশের 'আমার সোনার বাংলা' এই দুটো গানই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এবং সুর দেওয়া।

তারপর মুম্বাইয়ে- শ্রীলংকা বনাম ভারতের ফাইনাল খেলাটি, সেখানে বাজানো হয়েছিল ভারতের 'জনগণ-মন' আর শ্রীলংকার জাতীয় সঙ্গীত 'শ্রীলংকা মাতা'।

এই 'শ্রীলংকা মাতা' জাতীয় সঙ্গীতটি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের ছোঁয়ায় পূর্ণতা লাভ করেছে সেই সংবাদটি দিয়েছে সে দেশের নামকরা পত্রিকা শ্রীলংকা গেজেট। পত্রিকায় লিখেছে, শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নরত শ্রীলংকার ছাত্র আনন্দ সমরাকম ও রবীন্দ্রনাথ দুজনে মিলে এই গানটির কথা ও সুর সৃষ্টি করে ছিলেন। সেটা ১৯৩৯-৪০ সালের কথা। এই গানটি শ্রীলংকার জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্থান করে নেয় ১৯৫২ সালে।

এবার ভেবে দেখুন দুটো গুরুত্বপূর্ণ খেলা- ওপেনিং ও ফাইনালে দু'দলের যে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়েছিল তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খেলার ইতিহাসে এমন ঘটনা কি ঘটেছে? অথবা কোন কবির জীবনে?

এবার লন্ডন অলিম্পিকেও এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। একজন কবির লেখা তিনটি জাতীয় সঙ্গীত বাজবে, অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার হয়তো খবরও রাখবেনা।

আমরা এমন একটা দেশের অধিবাসী যেখানে শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ তাদের জন্মদিন কবে যায়, কবে আসে তার খবরও রাখিনা। অথচ সেই দেশে একজন কবির জন্মদিন শ্রদ্ধা ও আনন্দের সাথে এমন বিশাল ভাবে পালন করা হয়। একজন ইংরেজকে প্রশ্ন করুন সেক্সপিয়ারের জন্মদিন কবে? বলতে পারবেনা।

সেদিন লাইসা আহমেদ লিসা রিভারসাইড থিয়েটারে কবিকে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন তা'র সুরেলা কণ্ঠে গান শুনিয়ে। সুর এবং কথাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে কীভাবে তাকে সময়ের সাথে মিলিয়ে দিতে হয়, সেদিন উপস্থিত দুইশত সিডনির সঙ্গীত অনুরাগী অনুভব করেছেন। লিসা যখন গাইলেন- 'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিয়ো।' হলের মধ্যে বসে থাকা ২০০ মানুষের নিশ্বাস বায়ু থমকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল হাতখানি একটু বাড়িয়ে দিলেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কথা আর সুর যখন হৃদয়ে স্পর্শ করে তখন সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকেনা। কোন কবি লিখতে পারে-

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

চিরদিন কেন পাইনা।
পরের লাইনটা লক্ষ্য করুন –

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমাকে দেখিতে দেয়না।

কি সরল কথায় মনের কি আর্তি। ভাবা যায়না।

ashisbablu@yahoo.com.au